ISLAMI NAMAZ
in
Bengali

অনুবাদসহ
নামায

প্রকাশক
নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

“অবশ্যই নামায অশ্লীল ও মন্দকর্ম হতে বিরত রাখে”

(আল্ আন্কাবূত, 29:46)

“যে ব্যক্তি পাঁচবেলার নামায পাঠের ব্যবস্থা করে না সে আমার জামা’তভুক্ত নয়।” (কিশতিয়ে নূহ)

অনুবাদসহ

নামায

প্রকাশনায় :

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

অনুবাদসহ

নামায

সঙ্কলক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান
অনুবাদক	ঃ	মাওলানা রাকিবুল ইসলাম মন্ডল, মুরুব্বি সিলসিলাহ্
সংস্করণ	ঃ	জুলাই, ২০২৩ (ভারত)
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	১০০০
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত; সদর আঞ্জুমান আহ্মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব

Title	:	Namaz Mutarjim (Bengali)
Compiled	:	Nazarat Nashr-o-Isha'at Qadian
Translator	:	Moulana Rakibul Islam Mondal, Murabbi Silsila
1st Edition	:	July, 2023 (India)
Edited by	:	Bangla Desk, India
Copies	:	1000
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

ইতিপূর্বে নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ানের পক্ষ থেকে 'ইসলামি নামায' পুস্তিকাটির উর্দু, হিন্দি এবং ইংরেজিসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এখন 'ইসলামি নামায' পুস্তিকাটির উর্দু সংস্করণের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। পুস্তিকাটির মধ্যে নামায ছাড়াও মাসনুন দোয়া, নিকাহ্‌র খুতবা এবং জানাযার নামায ইত্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেকে পুস্তিকাটি থেকে উপকৃত হতে পারে।

পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ জনাব রাকিবুল ইসলাম মন্ডল মুরুব্বি সিলসিলা করেছেন। কম্পোজিং অনুবাদক স্বয়ং করেছেন। আরবি আয়াত সহযোগে পুস্তিকাটির সেটিং করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম এম.এ (বাংলা) মুরুব্বি সিলসিলা বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। মূল উর্দু পুস্তিকাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রুফ রিডিং এবং রিভিউ করেছেন জনাব সেখ মুহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ, জনাব রফিকুল ইসলাম এম.এ (বাংলা) মুরুব্বি সিলসিলা বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান, জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সদয় অনুমোদনে পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি অনুবাদটি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য খুবই উপকারী হবে।

পুস্তিকাটির প্রকাশে সহযোগিতা প্রদানকারী সকলকে আল্লাহ্‌তা'লা উত্তম প্রতিফল দান করুন এবং এর মুদ্রণ সার্বিকভাবে কল্যাণময় করুন। আমিন।

বিনীত

জুলাই, ২০২৩ ইং

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামি নামায

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"নামায অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয় ও 'মুমিনের মে'রাজ' স্বরূপ। আল্লাহ্তা'লার নিকট দোওয়া করার উত্তম মাধ্যম হলো নামায ... নামায খোদাতা'লার নৈকট্য প্রদানকারী। পাপসমূহ ক্ষমা করানো এবং খোদাতা'লার প্রশংসার সমষ্টিগত রূপ হল নামায। যে উক্ত বিষয়াবলীকে সামনে রেখে নামায পড়ে না তার নামায প্রকৃত নামায হিসেবে সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং উত্তম রূপে নামায পড়। নামাযে এমনভাবে দন্ডায়মান হও যেন এটা প্রকাশ পায়, আল্লাহ্তা'লার আনুগত্যে ও আজ্ঞানুবর্তিতায় দন্ডায়মান হয়েছো। যখন রুকু কর তখন যেন বোঝা যায় তোমার হৃদয়ও রুকু করছে। আর যখন সিজদাবনত হও তখন এমন ব্যক্তির ন্যায় সিজদাবনত হও যার হৃদয়ে খোদাভীতি বিদ্যমান এবং নামাযে দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য দোয়া কর"।

(আল্ হাকাম,৩১শে মে ১৯০২ খ্রি., মালফুযাত, ৩'য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭)

"দোয়া ও নামাযের চাহিদা পূরণ করা কোন সাধারণ বিষয় নয়। এ হল এক প্রকার মৃত্যু। একে বরণ করতে হয়। মানুষ যখন নামায পড়ে তখন যদি সে অনুভব করে যে, সে এই জগৎ হতে অন্য জগতে পৌঁছে গেছে তবেই সেটা প্রকৃত নামায বলে গণ্য হবে"।

(মালফুযাত, ৫'ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮)

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মাঝে নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এখানে ইসলামের স্তম্ভসমূহের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

আরকানে ইসলাম

(ইসলামের স্তম্ভ)

(১) কলেমা (২) নামায (৩) রোযা (৪) যাকাত ও (৫) হজ্জ

কলেমা তইয়্যেবা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই,
মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল।

নামায

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয (অবশ্য-কর্তব্য)। নামাযগুলো হল, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। জুমআর দিন যোহরের পরিবর্তে জুমআর নামায পড়তে হয়। এ পাঁচটি ফরয নামায ছাড়া আরও অনেক নফল নামায রয়েছে। জানাযার নামায 'ফরযে কিফায়া'র অন্তর্ভুক্ত।

রোযা

রমযান মাসের রোযা রাখা প্রত্যেক সাবালক মুসলমান নর ও নারীর জন্য ফরয (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য)। অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির বাদ পড়ে যাওয়া রোযা অন্য সময়ে পূর্ণ করে নেবে। গর্ভবতী অথবা সন্তানকে দুগ্ধপানকারীনী মায়ের জন্য রোযা ফরয নয়। সে ফিদিয়া হিসাবে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। চির রুগী অথবা খুবই দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তির ওপর রোযা ফরয নয়। সে-ও ফিদিয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। ভুলবশত খেয়ে ফেললে বা পান করলে রোযা ভাঙ্গে না। কোন নির্দিষ্ট কারণ ব্যাতিরেকে রোযা ভাঙ্গলে কাফ্ফারা স্বরূপ একজন ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে অথবা ক্রমান্বয়ে ৬০টি রোযা রাখতে হবে অথবা ৬০জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। চাকুরীর কারণে অথবা আয় রোজগারের জন্য প্রতিনিয়ত কেউ সফর করলে তার রোযা রাখা উচিত। কৃষকের যদি রোযার কষ্টের কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয় তাহলে তিনি অসহায়ত্বের আদেশের অন্তর্ভুক্ত। ছোট শিশুদের রোযা রাখা উচিত নয়। এতে তাদের দৈহিক ও

বৌদ্ধিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে। তবে সাবালক হবার পূর্বে অভ্যাস সৃষ্টির জন্য দুই একটা রোযা রাখলে অসুবিধা নেই। রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা, গায়ে ভেজা কাপড় রাখা, তেল লাগানো, সুগন্ধির ঘ্রাণ নেওয়া, সুগন্ধি লাগানো, স্বাভাবিক থু থু গিলে ফেলা ইত্যাদি বৈধ।

রমযান মাসে এশার নামযের পর তারাবীহ্ নামায পড়া হয়ে থাকে। যা মূলত তাহাজ্জুদ নামায। এটি শেষ রাতে পড়াই সর্বোত্তম, যদিও নিজেদের সুবিধা অনুসারে সাধারণত এশার নামাযের পর পড়া হয়ে থাকে।

যাকাত

কুরআন হতে জানা যায় যাকাত দিলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ওসীয়্যত অথবা অন্যান্য ঐচ্ছিক চাঁদা আদায় করা সত্ত্বেও উপযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকাত প্রদান করাও ফরয। নিম্নলিখিত এসব বিষয়াদির ওপর যাকাত দিতে হয়- রূপা, সোনা, টাকা, উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, সব রকমের শস্য, খেজুর, আঙ্গুর ও ব্যবসার দ্রব্যাদি।

যে সব দ্রব্যের ওপর যাকাত ফরয হয়ে থাকে শরীয়ত সেগুলোর পরিমাপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। একে **'নিসাব'** বলা হয়। ফসলাদি, আঙ্গুর, খেজুরের যাকাত তা কাটার পর একবারই দিতে হয়। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের যাকাতের জন্য সেগুলোর নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী মালিকের নিকট তা এক বছর থাকা আবশ্যকীয়। যাকাত যুগ ইমামের তত্ত্বাবধানে ব্যায় হওয়া উচিত।

নিসাব

রূপা সাড়ে বাহান্ন তোলা (অর্থাৎ ২১ আউন্স বা ৬১২.৩৬ গ্রাম) ও সোনা সাড়ে সাত তোলা (অর্থাৎ ৩ আউন্স বা ৮৭.৪৮ গ্রাম) থাকলে ১/৪০ পরিমাণ এর যাকাত দিতে হয়। তবে যে সব গহনা নিয়মিত ব্যবহার করা হয় বা সেগুলো কখনও কখনও গরীবদের ব্যবহার করতে দিলে এর ওপর যাকাত প্রযোজ্য নয়। সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান টাকা থাকলে বা এর চেয়ে বেশি পরিমাণ থাকলে যাকাত দিতে হবে। যে-সব গবাদি পশু বোঝা বহন ও হালে ব্যবহৃত হয় এবং যে জমির ট্যাক্স সরকার নিয়ে থাকে সেগুলোর ওপর যাকাত নেই। ২২ মন ২৫ সের বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ উৎপন্ন শস্যের

যাকাত দিতে হবে। যে জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য অর্থ ব্যায়ে জল সেচ করা হয় এর দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। কৃষক যদি ইজারা (ভাড়ার) জমিতে চাষাবাদ করেন তাহলে যাকাত প্রদানের দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে এবং ভাগচাষের ক্ষেত্রে উভয়কে যুগ্মভাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

হজ্জ

হজ্জ সারা জীবনে একবার সেই ব্যক্তির জন্য ফরয যে (১) স্বাস্থ্যবান (২) আর্থিক সঙ্গতি আছে (৩) যানবাহনের সুবিধা ও (৪) সফরের নিরাপত্তা বিদ্যমান। যদি কেউ হজ্জ করতে না পারে তো অন্য কেউ তার হয়ে 'হজ্জে বদল' (বদলী হজ্জ) করতে পারে। হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে হজ্জ করতে হয়। কিন্তু 'উমরাহ্' সারা বছরে যে কোন সময়ে করা যায়। মৃত বা পঙ্গু ব্যক্তির পক্ষ হতেও 'হজ্জে বদল' করা যেতে পারে। মোটকথা, 'হজ্জে বদল' সেই ব্যক্তি করতে পারেন যিনি পূর্বেই নিজের হজ্জ সম্পন্ন করেছেন।

নামায কাকে বলে?

"নামায কী? যতক্ষণ হৃদয় বিনয়াবনত হয়ে সিজদা না করে ততক্ষণ বাহ্যিক সিজদার ওপর ভরসা করা বিফল আশা মাত্র। যেভাবে কুরবানীর পশুর রক্ত ও মাংস খোদা পর্যন্ত পৌঁছয় না, তাকওয়াই তাঁর নিকট পৌঁছয় তেমনি দৈহিকভাবে রুকু-সিজদা করা বৃথা যতক্ষণ হৃদয় রুকু-সিজদা ও ক্বিয়াম না করে। হৃদয়ের ক্বিয়াম করার অর্থ হল, তাঁর নির্দেশের ওপর আমল করা এবং রুকু করার অর্থ হল, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর সিজদা করার অর্থ হল, তাঁর উদ্দেশ্যে নিজ অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া"।

(শাহাদাতুল কুরআন, পৃ. ১০২, রুহানি খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯)

ওযূ করার পদ্ধতি

বিস্‌মিল্লাহির্ রহমানির রহীম পাঠ করে ওযূ আরম্ভ করতে হয়। সর্ব প্রথম দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করুন। পরে তিন বার কুলি করুন। কুলি করার পরে তিন বার নাকের মধ্যে পানি দিয়ে বাম হাতে নাক পরিষ্কার করুন। তিন বার অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ধৌত করুন, মাথার চুল যেখান হতে আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকে শুরু করে চিবুক এবং দুই কান

পর্যন্ত। অতঃপর তিনবার প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করুন। পরে উভয় হাত ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলোকে মাথার ওপর দিয়ে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান এবং এর পরে কানের মধ্যে তর্জনী প্রবেশ করিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা কানের পিঠ মুছে ফেলুন। একে মসাহ্ বলা হয়। মসাহ্ করার পরে প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা তিন বার গোড়ালী পর্যন্ত ধুয়ে ফেলুন। পা ধোওয়ার সময় পায়ের আঙ্গুলে খেলাল করুন। এমন ভাবে ধৌত করুন যেন অপর অংশ শুকিয়ে না যায়।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

যদি পানি না পাওয়া যায়, বা পাওয়া খুবই দুষ্কর হয়, কিংবা পানি ব্যবহার করলে অসুখ বৃদ্ধি হবার আশঙ্কা থাকে, বা অনেক খরচা করে পানি ক্রয় করতে হয় বা পান করার জন্য অল্প পানি অবশিষ্ট্য রয়েছে এমতাবস্থায় ওযূ বা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করলেই চলে। অর্থাৎ পরিষ্কার পবিত্র মাটি, পাথর, ধূলিধূসরিত কাপড় অথবা কাঁচা মাটির দেওয়ালে উভয় হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে অধিক ধূলো থাকা অবস্থায় হাতে ফুঁ দিয়ে ধূলো কম করে প্রথমে সম্পূর্ণ মুখমন্ডল এবং পরে দুই হাত কনুই পর্যন্ত বা কেবল কব্জি পর্যন্ত মুছে ফেলতে হয়। অথবা প্রথম মৃদু আঘাতে মুখমন্ডল এবং পরের মৃদু আঘাতে দুই হাত কনুই পর্যন্ত বা কেবল কব্জি পর্যন্ত মুছে ফেলা যেতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে গোসল করা আবশ্যক হয়ে পড়ে সেসব ক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলীর অধীনে তায়াম্মুম করা যেতে পারে।

ওযূর পরের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ
وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বন কারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

যে সমস্ত কারণে ওযূ নষ্ট হয়

প্রস্রাব বা পায়খানা করলে কিংবা প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে, টেক লাগিয়ে বসে ঘুমালে, দেহের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ প্রভৃতি

গড়িয়ে পড়লে, বমি করলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। নামাযে দাঁড়িয়ে অথবা সিজদাতে ঘুম আসলে ওযূ নষ্ট হয় না।

নোট ঃ যে সব কারণে ওযূ ভেঙ্গে যায় ঐ সব কারণেই তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যায়। তা ছাড়া যে কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল সে নির্দিষ্ট কারণ সমাপ্ত হওয়াতে তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যায়।

আযানের পদ্ধতি

মুয়ায্যিন সাহেব কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই কানে শাহাদতের আঙুল দিয়ে উচ্চকণ্ঠে মধুর স্বরে চার বার **'আল্লাহু আক্‌বর'** বলবে অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর দু'বার **'আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** বলবে অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। দু'বার **'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসূলুল্লাহ্'** বলবে অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। দু'বার **'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্'** বলবে অর্থাৎ এসো নামাযের দিকে (ডান দিকে মুখ করে বলতে হয়)। দু'বার **'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্'** বলবে অর্থাৎ এসো সফলতার দিকে (বাম দিকে মুখ করে বলতে হয়)। দু'বার **'আল্লাহু আক্‌বর্'** বলবে অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একবার **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** বলবে অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ফজরের ওয়াক্তের আযানে **'হাইয়্যা'আলাল ফালাহ্'** বলার পর দু'বার **'আস্‌সালাতু খায়রুম্ মিনান্নাওম'** বলতে হয় অর্থাৎ ঘুম অপেক্ষা নামায উত্তম। যিনি একথা শুনবেন তিনি বলবেন **'সাদাকতা ওয়া বারারতা'** অর্থাৎ তুমি সত্য এবং উত্তম কথা বলেছ। আযান শ্রবণকারী মুয়ায্যিন সাহেবের বাক্য পুনরাবৃত্তি করবেন। মুয়ায্যিন সাহেব যখন **'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্'** এবং **'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্'** বলবেন তখন আযান শ্রবণকারী বলবেন **লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সহায়তা ছাড়া পাপ হতে পরিত্রাণ এবং পুণ্য করার ক্ষমতা অর্জন সম্ভব নয়।

আযানের পরের দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَ
الصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ
وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ
مَقَاماً مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

হে আল্লাহ্! (তুমি) এ পরিপূর্ণ আহ্বানের এবং চিরস্থায়ী নামাযের প্রভু। তুমি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর নৈকট্যের ওসীলা এবং মহত্ব দান করো। তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত মার্গে (অর্থাৎ মকামে মাহমুদে) উন্নীত করো যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না।

মসজিদে প্রবেশ করার দোয়া

بِسْمِ اللهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ
وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আমি আল্লাহ্র নামে প্রবেশ করছি। আশিস ও প্রশান্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি। হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং তোমার রহমতের দরজাগুলো আমার জন্য উন্মুক্ত করে দাও।

মসজিদ হতে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ
ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

আমি আল্লাহ্র নামে বের হচ্ছি। আশিস ও প্রশান্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি। হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য (পার্থিব ও আধ্যাত্মিক) আশিসের দরজা- গুলো খুলে দাও।

অর্থসহ নামায

নামাযের নিয়্যত

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ
مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

আমার ধ্যান একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে নিবদ্ধ করছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (আল্ আন্'আম 06:40)

সানা

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ্! পবিত্রতা তোমারই এবং প্রশংসা তোমারই। আর পরম বরকত ও কল্যাণময় তোমার নাম। আর তোমার মর্যাদা উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

তা'আওউয

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

বিতাড়িত শয়তানদের নিকট থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

সূরা আল্ ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

আল্লাহ্র নামে অযাচিত-অসীম দাতা পরম দয়াময়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ○
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ○
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ○
اِيَّاكَ نَعْبُدُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি জগতসমূহের প্রভু প্রতিপালক। বিচার দিবসের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং

وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি সরল-সুদৃঢ় পথে আমাদের পরিচালিত কর। তাদের পথে যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, ক্রোধগ্রস্তদের (পথে) নয় আর পথ ভ্রষ্টদের (পথে) ও নয়। (সূরাটি পাঠ করে 'আমিন' বলতে হয়। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি এই দোয়া গ্রহণ কর।)

সূরা আল্ ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝
لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ
لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

আল্লাহ্র নামে অযাচিত-অসীম দাতা পরম দয়াময়। তুমি বলো, 'তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বনির্ভর ও সর্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।

অতঃপর আল্লাহু আকবর (অর্থাৎ আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়) বলে রুকুতে যান এবং তিনবার নিমোক্ত দোয়া পাঠ করুন।

রুকুর তসবীহ্

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

পবিত্র আমার প্রভু অতিব মহান।

রুকু থেকে ওঠার সময়ের দোয়া

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসাকারীর কথা শোনেন।

রুকু থেকে ওঠার পরের দোয়া

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

হে আমার প্রভু সকল প্রশংসা তোমারই। বহুল প্রশংসা ও গুণগান অধিকতর পবিত্রতা, এতে কেবল কল্যাণই রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহু আকবর (অর্থাৎ আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়) বলে সিজদায় যান এবং তিনবার নিমোক্ত দোয়া পাঠ করুন।

সিজদার তসবীহ্

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

পবিত্র আমার প্রভু অতিব উচ্চ।

দুই সিজদার মধ্যবর্তী দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ

হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। আর আমাকে সুপথে পরিচালিত করো এবং আমাকে সুস্থ রাখো। আর আমার বিশৃঙ্খল অবস্থা শুধরে দাও এবং রিযিক (জীবনোপকরণ) দাও এবং আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত করো।

অতঃপর আল্লাহু আকবর (অর্থাৎ আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়) বলে দ্বিতীয় সিজদা করুন এবং সিজদার দোয়া তিনবার পাঠ করুন। এরপর আল্লাহু আকবর বলে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতের সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করুন। অতঃপর রুকু এবং সিজদার পর বসে তাশাহহুদ পড়ুন।

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ
الصّٰلِحِيْنَ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! তোমার জন্যে বর্ষিত হোক শান্তি এবং আল্লাহ্‌র করুণা ও কল্যাণ। শান্তি আমাদের ওপরে এবং আল্লাহ্‌র পুণ্যবান দাসগণের ওপরেও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর দাস ও রসূল।

নামায যদি দুই রাকাত হয় তাহলে তাশাহ্হুদ পাঠের পর দরূদ শরীফ পাঠ করে সালাম ফেরার পূর্বে কতিপয় দোয়া পড়ে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে সালাম বলে মুখ ফেরাতে হবে।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর বংশধরগণের ওপর আশিস বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপর আশিস বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসার অধিকারী ও মহা মর্যাদাবান।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরগণের ওপর কল্যাণ বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপর কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসার অধিকারী ও মহা মর্যাদাবান।

কতিপয় দোয়া

١-رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এক : হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহকালে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান করো এবং আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করো।

٢-رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ-رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

দুই : হে আমাদের প্রভু! আমাকে এবং আমার সন্তানগণ 'কে নামায কায়েমকারী করো। হে আমাদের প্রভু! হিসাব-নিকাশের দিনে আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করো।

সালাম

অতঃপর প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে মুখ করে বলবেন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

বিতের নামায তিন রাকাত হয়ে থাকে। তৃতীয় রাকা'আতে রুকু থেকে উঠে দোয়া কুনুত পড়তে হয়।

দোওয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ

হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। আর আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনি ও আমরা তোমার ওপর ভরসা করি। আর আমরা উত্তমভাবে তোমারই গুণগান করি। আর আমরা তোমারই

وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ

يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ

نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَ

نَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى

عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না। আর যে তোমার অবাধ্যতা করে আমরা তাকে দূরে সরিয়ে দিই ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি। আর তোমারই উদ্দেশ্যে সেজদা করি ও তোমারই দিকে আমরা দৌড়াই। আর আমরা তোমার কাছে দাঁড়াই এবং তোমারই করুণার আকাঙ্খা করি ও তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি অস্বীকারকারীদের ওপর আপতিত হয়।

দ্বিতীয় দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ

وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ

فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا

اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ

فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ

فَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَاِنَّهٗ

হে আল্লাহ্! যাদেরকে তুমি হেদায়াত দান করেছ তাদের ন্যায় আমাকেও হেদায়াত দান কর, যাদেরকে প্রশান্তি দান করেছ তাদের ন্যায় আমাকেও প্রশান্তি দান কর, যাদেরকে বন্ধু বানিয়েছ তাদের ন্যায় আমাকেও বন্ধু বানাও এবং আমাকে প্রদেয় সব কিছুর মধ্যে কল্যাণ প্রদান কর এবং আমার জন্য ক্ষতিকারক এমন অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা কর। নিঃসন্দেহে তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাক। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। যাকে তুমি বন্ধু নির্ধারণ করেছ

لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ

সে কখনোই লাঞ্ছিত হয় না আর যাকে শত্রু নিরুপণ করেছ সে কখনোই সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু! তুমি অতীব কল্যাণময় ও মহা মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের নবী (সা.) এর উপর আশিস বর্ষণ কর।

নামাযের শর্তসমূহ

নামায শুরু করার পূর্বে পাঁচটি বিষয় দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। এগুলোকে নামাযের শর্ত বলা যেতে পারে। (১) নির্ধারিত সময় (২) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (গোসল, ওযূ অথবা তায়াম্মুম–সময় ও অবস্থানুযায়ী) এছাড়া নামাযের স্থানও পবিত্র হতে হবে। (৩) নারীর সৌন্দর্যকে (সতর) পর্দাবৃত করা (৪) কিবলার দিকে মুখ করে দন্ডায়মান হওয়া (৫) নিয়্যত (যে নামায ফরয বা সুন্নত পড়া হবে তার নিয়্যত করতে হবে) ।

নামাযের অংশসমূহ

নামাযের ফরযসমূহ ঃ নামাযের সেই আবশ্যকীয় অংশ যা বাদ পড়লে নামায সঠিক হবে না।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ ঃ নামাযের সেই অংশ যা পালন করা জরুরী। কিন্তু ভুলবশতঃ বাদ পড়লে 'সহু সিজদা' (সংশোধনী সিজদা) করলে এ ভুল সংশোধিত হয়ে যাবে।

নামাযের সুন্নতসমূহ ঃ নামাযের সেই অংশ যা করলে পুণ্য লাভ হয়। ভুলবশতঃ কিছু বাদ পড়লে পাপ হবে না এবং 'সহু সিজদা' (সংশোধনী সিজদা) জরুরি নয়।

মুসতাহাব্বাতে নামায ঃ নামাযের সেই অংশসমূহ যা করলে পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু বাদ পড়লে পুণ্য কমে যায়; পাপ হয় না।

মকরুহাতে নামায ঃ যেসব কর্ম নামাযের বেলায় অপছন্দনীয়।

মুবতেলাতে নামায ঃ এমন বিষয়াদি যার কারণে নামায ভেঙ্গে যায় ও নামাযের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়।

নামাযের সময় ও রাকা'আতের নক্‌শা

নামাজের নাম	ফরয রাকা'আত	ফরযের পূর্বের সুন্নত	ফরযের পরের সুন্নত	ওয়াজিব	সময়
ফজর	২	২	-	-	ভোরের প্রথম অবস্থা হতে সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত
যোহর	৪	৪	২	-	দুপুরের সূর্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করার পর থেকে পশ্চিমাকাশে হেলে পড়া পর্যন্ত
আসর	৪	-	-	-	যোহরের সময় শেষ হলে আসরের সময় আরম্ভ হয়। তখন থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।
মাগরিব	৩	-	২	-	সূর্যাস্তের পর থেকে গোধূলী লগ্ন শেষ হওয়া পর্যন্ত।
ইশা	৪	-	২	বিতেরের নামায ৩	রাতের আঁধার শুরু হওয়া থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত।

নোটঃ (১) উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে। (২) যোহর, মাগরিব ও ইশার ফরয ও সুন্নতের পর দু' দু' রাকা'আত নফল পড়া উচিত। (৩) শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া হয়। (৪) জুমুআর দিনে যোহরের চার রাকা'আতের পরিবর্তে দু'রাকা'আত ফরয আদায় করা হয়।

নামাযের নিষিদ্ধ সময় ও নামাযের আদব

* সূর্যোদয়ের সময়, সূর্যাস্তের সময় এবং সূর্য যখন ঠিক মধ্য আকাশে থাকে তখন নামায পড়া অবৈধ বা নিষিদ্ধ। রৌদ্র যখন লাল আভা ধারণ করে তখনও নামায পড়া অপছন্দনীয়।

* এছাড়া আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে ফজরের নামাযের পর থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নফল নামায পড়া উচিত নয়।

* নামাযের সময় এদিক-সেদিক তাকানো, বিনা কারণে কাশা, বিনা কারণে নড়াচড়া করা, কথা বলা, নামাযে অন্য কোন বিষয়ে ধ্যান নিবদ্ধ করা এবং

এমন কিছু করা যা নামাযে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এসব নিষিদ্ধ।

* রুকু এবং সিজদাতে কুরআনী দোয়া ও আয়াত পড়া নিষিদ্ধ।

মসজিদের আদব

* মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'আত নফল নামায পড়া পুণ্যের কাজ।

* মসজিদে কেনা-বেচা, অযথা গল্পগুজব বা ঝগড়া-ঝাটি করা নিষেধ।

* জুতা মসজিদের নির্দিষ্ট স্থানে রাখা উচিত।

* প্রথমে প্রথম সারি পূর্ণ করা উচিত ও নামায শুরু না হওয়া পর্যন্ত যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকা উচিত।

* শরীর ও পোষাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। মুখ হতে দুর্গন্ধ বের হয় এমন কোন জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া উচিত নয়।

জুমুআর নামায

অসুস্থ, দুর্বল, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, মুসাফির অথবা মহিলা ব্যতিরেকে প্রত্যেক সাবালক, সুস্থ ব্যক্তির জন্য জুমুআর নামাযে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। যোহরের নামাযের সময়েই জুমুআর নামায আদায় করা হয়। কোন কারণবশতঃ কিছু পূর্বে জুমুআর নামায আদায় করা যেতে পারে। জুমুআর নামাযে দু'টি আযান রয়েছে। প্রথম আযানের পরে সুন্নত নামাজ পড়তে হয়। অতঃপর ইমাম খুতবা দিতে দাঁড়ালে দ্বিতীয় আযান দিতে হয়। এই আযানের পরে ইমাম তাশাহ্হুদ, তা'আওঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপর খুতবা প্রদান করবেন। এটা খুতবার প্রথম অংশ। এ খুতবা শেষ হলে ইমাম সামান্য সময়ের জন্যে বসবেন। অতঃপর উঠে আরবিতে খুতবা সানিয়া পাঠ করবেন। এরপর জামাতের সঙ্গে দু'রাকা'আত নামায আদায় করতে হবে এবং প্রতিটি রাকা'আতে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতে হবে।

খুতবা সানিয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَ
نَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ
يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۔ وَنَشْهَدُ
اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔ عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى
وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۔
اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ
يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۔

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁরই গুন কীর্তন করি ও আমরা তাঁরই কাছে সাহায্য নিবেদন করি। আর আমরা তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমরা তাঁরই প্রতি ঈমান আনয়ন করি ও আমরা তাঁরই ওপর ভরসা করি। আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের আত্মার প্ররোচনা হতে ও আমাদের নিজেদের কর্মের কুফল হতে। আল্লাহ্ যাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন এরপর তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এরপর তাকে কেউ সৎপথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ করার জন্যে আদেশ দিচ্ছেন এবং আত্মীয়-স্বজনের ন্যায় অন্যদের প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শনের (আদেশ দিচ্ছেন)। আর আল্লাহ্ অশ্লীলতা, কুকথা ও অমান্যকারী এবং বিদ্রোহাত্মক চিন্তাধারা পোষণ করতে নিষেধ করেন)। এসব তোমাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যেন তোমরা অমনোযোগী না হও। তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো তিনিও তোমাদের স্মরণ করবেন। তাঁর নিকট প্রার্থনা করো তিনি তোমাদের প্রার্থনার জবাব দেবেন। আর আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য)।

দুই ঈদের নামায

শওয়াল মাসের ১'ম তারিখে ঈদুল ফিতর ও ১০'ই যিলহজ্জ তারিখে ঈদুল আযহা পালন করা হয়। ঈদে সব মুসলমান নর-নারী ও শিশু অংশগ্রহণ করে থাকে। দুপুরের পূর্বে ঈদের নামায পড়তে হয়। ঈদের নামায কোন খোলা স্থানে পড়া উচিত যাতে সবাই নামাযে অংশ গ্রহণ করতে পারে। দু'রাকা'আত নামায পড়তে হয়। প্রথম রাকা'আতে তকবীরে-তাহরীমা ও সানা পাঠের পর সাত বার অতিরিক্ত তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে অতিরিক্ত পাঁচবার তকবীর দেওয়া হয়। নামায শেষে ইমাম খুতবা প্রদান করেন। এ খুতবাটি জুমুআর খুতবার ন্যায় দু'ভাগে বিভক্ত। খুতবা শেষ হলে দোয়ার মাধ্যমে ঈদের নামায শেষ হয় (ঈদের নামাযে আযান ও ইকামত দেওয়া হয় না - অনুবাদক)।

সফরের নামায

পনের দিনের কম সফর হলে যোহর, আসর ও ইশার ৪ রাকা'আতের পরিবর্তে দু'রাকা'আত ফরয নামায পড়তে হয়। কিন্তু ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নত এবং ইশার নামাযে বিতর পড়তে হয়। বাকী ওয়াক্তের সুন্নতগুলি মাফ হয়ে যায়। তবে নফল নামায পড়া যেতে পারে।

জানাযার নামায

মৃত্যু পথ যাত্রীর নিকট সূরা ইয়াসীন ছাড়াও কলেমা তাইয়্যেবা ও কলেমা শাহাদতও পড়া উচিত। মৃত্যু ঘটলে 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' পড়তে হয়।

মৃত ব্যক্তির চোখ দুটোকে হাত দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয় এবং মাথা থুতনীর সাথে বেঁধে দিতে হয় যেন মুখ খোলা অবস্থায় না থাকে। আর হাত-পা গুলো সোজা করে দিতে হয়। কান্নাকাটি ও বিলাপের পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হয়।

গোসল এবং কাফন

পরিষ্কার ঈষৎ গরম পানি দিয়ে গোসল দিতে হয়। প্রথমে দেহের সেই অংশকে ধৌত করতে হয় যেগুলো ওযুর সময়ে ধৌত করা হয়ে থাকে। এরপর শরীরের ডান দিকে এবং বাম দিকে পানি দিয়ে তিন বার ধৌত করতে হয়। গোসলের পর মৃত দেহটিকে স্বল্প মূল্যের সাদা কাপড় পরাতে হয়। একে 'কাফন' বলা হয়। পুরুষদের কাফনের কাপড়ে তিনটি খন্ড ঃ (১) **পিরহান**-উপরের অংশ ঢাকার জন্য (২) **ইজার**-কোমরের নিচের অংশ ঢাকার জন্য ও (৩) **লিফাফা**-সমস্ত দেহকে ঢাকার জন্যে। মহিলাদের জন্য এছাড়া আরো দু'টি খন্ড কাপড় বেশি লাগে। যেমন (৪) **সীনাবন্ধ**-বুক ঢাকার জন্য ও (৫) **দামনী**-মাথা ঢাকার জন্য। শহিদের জন্য গোসল ও কাফনের প্রয়োজন হয় না। নামাযে জানাযার জন্যে ইমাম মৃতদেহকে সামনে রেখে কাতারের সামনে মাঝ বরাবর দাঁড়াবেন ও ইমামের পিছনে মুক্তাদীরা কাতার বানাবে। ইমাম উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলে নামায শুরু করবেন এবং মুক্তাদীরা নিম্নস্বরে পুনরাবৃত্তি করবেন। ইমাম নিঃশব্দে সানা ও সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। অতঃপর হাত না উঠিয়ে ইমাম দ্বিতীয় তকবীর বলবেন ও দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। এরপর তৃতীয় তকবীর বলবেন ও নিঃশব্দে মৃত ব্যক্তির জন্যে নিম্নের দোয়া পাঠ করবেন। এরপর ইমাম চতুর্থ তকবীর দেবেন ও ডানে বামে 'আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে নামায শেষ করবেন। উপরোক্ত কাজে মুক্তাদীরাও নিঃশব্দে ইমামকে অনুসরণ করবে। জানাযা নামায 'ফরযে কিফায়া' অর্থাৎ কিছু লোক পড়ে নিলে তা সবার পক্ষ থেকে পড়া হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু কেউ না পড়লে সবার ওপর পাপ বর্তাবে।

জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَ

شَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যকার জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা সবাইকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি

وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ
مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى
الْاِسْلَامِ ۔ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا
فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا
تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ

আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রেখেছো তাকে ইসলামের ওপরেই জীবিত রাখো। আর আমাদের যাকে তুমি মৃত্যু দান করো তুমি তাকে ঈমানের সাথেই মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ্! তার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) উত্তম প্রতিদান থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তার পর আমাদের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করো না (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল জানায়েয, বাবুদ্ দোওয়া ফিস্ সালাতি আলাল জানাযাহ, পৃঃ ১০৭)।

জানাযার দ্বিতীয় দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ
وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ
مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا
خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ

হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করো, তার উপর রহম করো, তাকে মার্জনা করো, তাকে নিরাপদে রাখো, তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করো, তার বাসস্থান প্রশস্ত করো, তাকে জল, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করো এবং পাপ হতে এমন মুক্ত করো যেমন সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিস্কার করা হয়। তুমি তাকে পার্থিব গৃহের পরিবর্তে উত্তম গৃহ প্রদান করো, পার্থিব পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান করো এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম

زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

জোড়া দান করো। তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করো।

এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

মাটি খুঁড়ে অথবা মাটি খুঁড়ে ভিতরের দিকে তাকের মত কবর বানাতে হয়। মৃত ব্যক্তির লাশ আমানত হিসাবে দাফন করতে হলে কাঠ বা লোহার বাক্সে রাখতে হবে। লাশকে কবরে যত্ন সহকারে আস্তে আস্তে নামাতে হয় এবং بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পড়তে হয়। মৃত ব্যক্তিকে কফিন বা কবরস্থ করার পর কাফনের বাঁধন ঢিলা করে দিতে হয় ও মুখমন্ডল কিবলার দিকে সামান্য একটু কাৎ করে দিতে হয়। দাফনের কাজ শেষ হলে নিঃশব্দে ইজতেমায়ী (সম্মিলিত) দোয়া করতে হয়। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণ করার কথা বলা, শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত। তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করা যায়। বিধবা মহিলা ৪ মাস ১০ দিন পর্যন্ত 'ইদ্দত' বা শোক পালন করবে।

কবরস্থানে প্রবেশকালীন দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ۔ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ۔ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ۔

হে কবরের অধিবাসীগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আগে আগে যাও। আমরা তোমাদের অনুসরণ করছি। আল্লাহ্ যদি চান আমরাও অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হবো।

নফল নামায

তাহাজ্জুদের নামায ঃ মধ্য রাতের পর থেকে ফজরের নামাযের আগে পর্যন্ত এর সময়। আট রাকা'আত আর সময় কম হলে দু'রাকা'আতও পড়া যায়।

তারাবীহ্ নামায ঃ এটা প্রকৃত পক্ষে তাহাজ্জুদের পরিবর্তে রমযান মাসে ইশার নামাযের পর (৮ রাকাত) পড়া হয়। সাহাবা (রাঃ)-এর যুগ থেকে তারাবীহ্ নামাযে কুরআন শোনার রীতি চলে আসছে।

ইশরাকের নামায ঃ সূর্যোদয়ের পর দুই অথবা চার রাকাআত নফল নামায।

চাশ্‌তের নামায ঃ ইশরাকের নামাযের কিছুক্ষণ পর, চার হতে বার রাকা'আত নফল নামায।

যওয়ালের নামায ঃ সূর্য মধ্যাকাশ হতে হেলে যাবার পর দুই বা চার রাকা'আত নফল নামায।

আওওয়াবায়েন-এর নামায ঃ মাগরিব নামাযের পর হতে ইশার নামাযের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছয় রাকা'আত নফল নামায।

ইস্তিস্কার নামায (বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করে নামায) ঃ খরা ও বৃষ্টির অভাবের সময় খোলা মাঠে দিনের বেলায় এ নফল নামায পড়তে হয়। ইমাম তার পোষাকের ওপর বাড়তি একটি চাদর পরে দু'রাকা'আত নামায পড়াবেন। উচ্চ শব্দে কুরআনের অংশ বিশেষ তেলাওয়াত করবেন। নামাযের পর ইমাম হাত উঠিয়ে আবেগপূর্ণ দোয়া করবেন।

ইস্তিখারার নামায ঃ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বা জাগতিক কাজের পূর্বে কল্যাণজনক ফলাফলের জন্য রাতে শোওয়ার পূর্বে দু'রাকা'আত নফল নামায পড়তে হয়। এতে আবেগাপ্লুতভাবে দোয়া করতে হয়।

নামাযে হাজ্‌ত

কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে বা জাগতিক কোন প্রকার প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হলে অথবা বিশেষ কোন অভাব পূরণের জন্যে দুই রাকা'আত এই নফল নামায পড়ার পর নিম্নবর্ণিত দোয়াটি পাঠ করতে হয়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ
سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْأَلُكَ
مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ
مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ
وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ
لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا
فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا
اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই! তিনি পরম সহিষ্ণু, পরম দয়ালু, আল্লাহ্ পবিত্র, মহান আরশের প্রভু, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। হে এ সকল গুণের অধিপতি আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সে সব কাজের তৌফিক চাচ্ছি যেগুলো তোমার রহমতের উপকরণ এবং তোমার ক্ষমাকে সুনিশ্চিৎ করে এবং তোমার সন্নিধান হতে সকল প্রকার পুণ্যের এক বিরাট ভান্ডার যাচ্ঞা করি আর সকল প্রকার পাপ হতে নিরাপত্তা কামনা করি। হে সর্বাধিক করুণাকারী খোদা! তুমি আমার কোন পাপ ক্ষমা না করে ছেড়ো না, আমার কোন সঙ্কট দূরীভূত না করে রেখো না, কোন প্রয়োজন যা তোমার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে পূর্ণ না করে ছেড়ো না।

সালাতুত্ তাসবীহ্

সময়ানুযায়ী প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে অথবা মাসে অথবা বছরে অথবা জীবনে একবার নামাযের নিষিদ্ধ সময় ছাড়া অন্য যে কোন সময়ে এই নামায পড়া যায়। চার রাকা'আত এই নফল নামায পড়ার পদ্ধতি হল, প্রতি রাকা'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোন সূরা পাঠের পর ১৫ বার **সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর** পড়তে হয়। অতঃপর রুকূতে নির্দিষ্ট তসবীহ্ পাঠের পর, রুকূ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট তাসমি ও তাহ্মিদ পাঠের পর, প্রত্যেক সিজদাহ্তে নির্দিষ্ট তসবীহ্ পাঠের

পর, দুই সিজদার মধ্যবর্তী দোয়া পাঠের পর এবং প্রত্যেক দুই সিজদার পর পরবর্তী রাকা'আতে ওঠার আগে বসে ১০ বার করে উপরোল্লেখিত আরবি বাক্য পড়তে হবে। এভাবে প্রতি রাকা'আতে ৭৫ বার করে মোট ৩০০ বার এই দোয়া পাঠ করা হয়ে থাকে।

সর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায

সূর্য অথবা চন্দ্রে গ্রহণ লাগলে মসজিদ অথবা খোলামাঠে একত্রিত হয়ে দু'রাকা'আত নামায পড়তে হয়। উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতে হয় এবং প্রত্যেক রাকা'আতে দু'টি করে রুকু করতে হয়।

অন্যান্য নফল নামায

* যোহর, মাগরিব ও ইশার সুন্নত নামায পরবর্তী ও বিতের নামাযের পর দু' রাকা'আত এবং মাগরিবের নামাযের পূর্বে দু' রাকা'আত নফল।

* প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তীতে দু' রাকা'আত নফল।

* প্রত্যেক ওযূর পর দু' রাকা'আত নফল তাহিয়াতুল ওযূ।

* মসজিদে প্রবেশ করার পর দু' রাকা'আত নফল তাহিয়াতুল মসজিদ।

সাহু সিজদা

নামাযে এমন ভুল করলে যা নামাযের বৈধতার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি করে যেমন, নামাযে ফরযের শৃঙ্খলার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হওয়া, ওয়াজিবসমূহ যেমন মধ্যবর্তী ক্বাদা বাদ পড়ে যাওয়া, রাকা'আতের সংখ্যা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া এমতাবস্থায় সালাম দিয়ে নামায শেষ করার পূর্বে দু'টি অতিরিক্ত সিজদা দেওয়া আবশ্যক।

মনে রাখবেন, ইমাম ভুলে গেলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ্' বলবেন আর মেয়েরা কেবল হাত তালি দেবেন। ইমাম ভুল বুঝতে পারলে উত্তম, অন্যথায় মুক্তাদি ইমামের অনুসরণ করবে।

নামাযের আদব-কায়দা

* ওযূ করে ভদ্রতা ও গাম্ভীর্যের সাথে নামাযে যোগ দান করুন। দৌড়ে নামাযে যোগ দেবেন না।

* নামাযে যাওয়ার সময়ে চিন্তা করুন যে কী কী পুণ্য উপহারস্বরূপ খোদার নিকট নিয়ে যাচ্ছেন আর কোন্ কোন্ পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইছেন।

* নামাযের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রাত্যহিক কর্ম সেরে নেওয়া উচিত যেন একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা যায়।

* বা-জামা'ত নামাযের সারি একেবারে সোজা হতে হবে। সারিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন মধ্যবর্তীতে কোন শূন্যস্থান না থাকে।

* লোকেরা যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে এবং তাদের সামনের সারিতে যদি খালি জায়গা দেখতে পায় তাহলে তাকে পূর্ণ করতে হবে।

* নামায শুরু করার পূর্বে নিয়্যত পাঠ করুন-

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

* নামাযের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্বস্তি ও গাম্ভীর্যের সাথে যথাযথভাবে পালন করবেন, ব্যস্ততার মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন না।

* নামাযের বাক্যগুলো ধীরে-সুস্থে এবং পরিপাটি করে আদায় করবেন। আর দৃষ্টি পটে নামাযের কথা ও অর্থের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করবেন, আর যতদূর সম্ভব পারিপার্শ্বিক চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন।

* নামাযে এদিক সেদিক তাকানো, ইঙ্গিত করা, কথা বলা, কথা শোনা এবং অনর্থক নড়া-চড়া করা নিষেধ।

* নামায আদায় করার সময়ে কোন কিছুর ওপরে ঠেস্ দেওয়া নিষেধ। আর এক পায়ের ওপরে ভর করে দাঁড়ানোও উচিত নয়।

* সর্বদা চৌকষ ও সতর্কতার সাথে নামায আদায় করবেন। অলসতা ও দুর্বলতার সাথে নয়।

* বা-জামা'ত নামায পড়ার সময়ে ইমামের পূর্বে কোন কিছুই করবেন না বরং পরিপূর্ণভাবে ইমামের অনুসরণ করুন।

* নামায শেষ হয়ে গেলে তৎক্ষনাৎ উঠে যাবেন না বরং কিছু সময় 'যিকরে ইলাহী' (অর্থাৎ তসবীহ্, তাহ্মীদ, তকবীর, দরূদ, ইস্তেগফার ইত্যাদি-অনুবাদক)-তে রত থাকুন।

* নামায পাঠকারী ব্যক্তির নিকটে চেঁচামিচি বা উচ্চ শব্দে কথা বলা নিষেধ।

* নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করবেন।

* জুমুআ নামাযের পূর্বে নিরবতার সাথে খুতবা শুনুন। যদি কাউকে চুপ করাতেও হয় তাহলে ইঙ্গিতে তাকে চুপ করান। খুতবার সময়ে ধূলা-বালি ও কঙ্কর দ্বারাও খেলবেন না কেননা, খুতবাও জুমুআর ফরয নামাযের অংশ বিশেষ।

নামায বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী

(১) যদি শুধু মাত্র দু'রাকা'আত নামায পড়তে হয় তাহলে দ্বিতীয় রাকা'আতে দরুদ-শরীফ এবং দোয়া পড়ে সালাম ফেরাবেন।

(২) যদি তিন রাকা'আত নামায পড়তে হয় তাহলে দ্বিতীয় রাকা'আতে তাশাহ্হুদ পড়ার পর আল্লাহু আকবর বলে দাঁড়িয়ে যাবেন। তৃতীয় রাকা'আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন এবং রুকু ও সিজদা করার পর তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফেরাবেন।

(৩) যদি ফরজ নামায চার রাকা'আত পড়তে হয় তাহলে প্রথম দু'রাকা'আত পড়ে বসে যাবেন এবং তাশাহ্হুদ পড়বেন। তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকা'আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়বেন। চতুর্থ রাকা'আতে সিজদা করার পর তাশাহ্হুদের জন্য বসুন এবং দরুদ ও দোয়া পড়ার পর সালাম ফেরান।

(৪) যদি সুন্নত/নফল নামায চার রাকা'আত পড়তে হয় সেক্ষেত্রে প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর কুরআন করীমের কোন না কোন অংশ পড়বেন।

(৫) ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ নীরবে অথবা উচ্চ স্বরে পাঠ করার উভয় পদ্ধতিই সঠিক। অনুরূপভাবে আমিন মৃদুস্বরে কিংবা উচ্চস্বরে বলার পদ্ধতি দুটিই সঠিক।

(৬) তাশাহ্হুদ পড়ার সময় যখন اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا الله পড়া হয় তখন 'শাহাদাত' (তর্জনী) আঙুলটিকে ওঠাতে হয়। আঙুল ওঠানো 'মাস্তাহাব' অর্থাৎ পছন্দনীয়।

(৭) রুকু করার সময় কোমর সোজা থাকবে এবং দৃষ্টি সিজদা স্থানে নিবদ্ধ হবে। রুকু মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে করতে হবে।

(৮) রুকু করার পর সোজা দাঁড়াতে হবে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করতে হবে। সিজদাতে যাওয়ার সময় সর্বপ্রথম হাঁটু যেন মাটিতে সংলগ্ন হয়। ব্যাতিক্রমী অবস্থায় কোন অসুবিধা হলে ভিন্ন কথা। সিজদার সময়ে কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাঞ্জা যেন মাটিতে লেগে থাকে। দুই কনুই মাটি থেকে উঁচুতে থাকবে। হাত যেন বগল এবং উরু থেকে দূরে থাকে। হাতের আঙ্গুলগুলি একত্রিতভাবে কিবলামুখী থাকবে। অনুরূপ পায়ের আঙুলগুলিও কিবলামুখী থাকবে। পা মাটি থেকে উঁচুতে করবেন না।

(৯) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বুকের উপর হাত বাঁধতেন। কিছু লোক নাভির উপর অথবা পেটের উপর হাত বাঁধেন। এতে কোন দোষ ত্রুটি নেই। এরূপ পদ্ধতিও জায়েজ।

(১০) নামাযে যদি কিছু ভুল হয়ে যায় অথবা কোনরূপ কম বেশীর ভাবনা আসে তাহলে নিশ্চিত অংশের উপর ভিত্তি করে নামায পরিপূর্ণ করুন। তাশাহ্হুদ, দরূদ শরীফ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করে সালামের পূর্বে অথবা পরে দুই সিজদা সাহু করবেন। উদাহরণ স্বরূপ যদি সন্দেহ হয় যে, তিন রাকা'আত পড়েছি না চার রাকা'আত পড়েছি তাহলে তিনকে নিশ্চিত মনে করে আর এক রাকা'আত পড়ার পর সিজদা সাহু করতে হবে।

(১১) ইমাম যদি কিছু ভুলে যান অথবা ভুল করেন তাহলে মুক্তাদিদের 'সুবহানাল্লাহ্' বলা উচিত। যদি ইমাম স্বীয় ভুল বুঝতে না পারেন

তাহলে ইমামের অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং নামায সমাপ্তির পর ভুল সম্পর্কে অবগত করানো প্রয়োজন। ইমাম যদি কোন আয়াত ভুলে যান অথবা ভুল পড়েন তাহলে মুক্তাদি উচ্চস্বরে সঠিক আয়াত পড়ে দেবেন। ভুলবশতঃ যদি নামাযের নিয়ম-শৃঙ্খলা অদল বদল হয়ে যায় অথবা নামাযের কোন ওয়াজিব নিয়ম বাকি থেকে যায়, যেমন- মধ্যবর্তী বৈঠক তাহলে সিজদাহ সাহু আবশ্যক হয়ে যায়।

(১২) মুক্তাদির কোন কার্যকলাপ যেন ইমামের পূর্বে সম্পাদিত না হয়।

(১৩) মুক্তাদি যদি একজন হয় তাহলে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবেন এবং যখন দ্বিতীয় মুক্তাদি এসে যাবেন তাহলে তিনি ইমামের বামদিকে দাঁড়াবেন।

(১৪) যখন ইমাম সূরা ফাতিহা ছাড়া কুরআনের অন্য অংশ পড়েন তখন মুক্তাদি নিঃশ্চুপ ভাবে দাঁড়িয়ে শুনবেন। আয়াতের পুনরাবৃত্তি করবেন না। নিশ্চিত ভাবে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া বাঞ্ছনীয়।

(মালফুযাত, নবমখন্ড, পৃ. ৪৩৬)

(১৫) নামাযির সামনে দিয়ে যাওয়া নিষেধ। যদি কোন নামাযি মসজিদে নামায পড়ছেন তাহলে এক লাইন জায়গা ছেড়ে নামাযির সামনে দিয়ে যাওয়া যেতে পারে। খোলা জায়গায় নামায পাঠরত নামাযির উচিত যেন নিজের সামনে কোন বস্তু রেখে দেন। একে 'সত্রাহ' বলা হয়।

(১৬) যদি কোন ব্যক্তি এমন সময় বাজামাত নামাযে অংশগ্রহণ করেন যখন ইমাম এক অথবা দুই রাকাত নামায পড়ে ফেলেছেন তাহলে তাকে ইমাম সালাম ফেরানোর পর যতগুলি রাকা'আত অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা সম্পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ তিনি ইমামের সঙ্গে সালাম ফেরাবেন না বরং নামাযের পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাবেন। যদি নামাযি প্রথম অথবা দ্বিতীয় রাকা'আতে যোগদান করতে না পারেন, এমতাবস্থায় যে রাকা'আতগুলি তিনি পড়বেন যেখানে সূরা ফাতিহার পর কুরআন করীমের কম বেশী তিন আয়াত পড়া আবশ্যক। তাঁর জন্য এই রাকা'আতগুলি পূর্ববর্তী রাকা'আত বলে পরিগণিত হবে।

(১৭) ওযু ভঙ্গ হওয়ার কারণে বাজামাত নামায হতে পৃথক হওয়া ব্যক্তি যদি ওযু করে দ্বিতীয়বার বাজামাত নামাযে অংশ গ্রহণ করেন তাহলে যতগুলি রাকা'আত বাকি রয়ে গিয়েছিল সেগুলি সম্পূর্ণ করবেন। একাকি নামায পড়ারত অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির ওযু ভেঙ্গে যায় তাহলে তার জন্য ওযু করে যেখান থেকে সে নামায ছেড়েছিল সেখান থেকে নামায শুরু করা জায়েয হবে। এর জন্য শর্ত হল তিনি যেন কারোর সঙ্গে কথা না বলেন। কথা বলার ক্ষেত্রে প্রথম হতে নামায পড়তে হবে।

(১৮) ইমামের সঙ্গে রুকুতে শামিল ব্যক্তির রাকা'আত সম্পূর্ণ হয়ে যায়। রুকুর পর শামিল হওয়া ব্যক্তির রাকা'আত বাকি থেকে যায়। নামায শুরু হয়ে যায় অথচ রুকু পাওয়ার অপেক্ষায় জামাতে শামিল না হওয়া অভ্যাসটি সঠিক নয়। নামায শুরু হওয়ার সাথে সথেই জামাতে শামিল হওয়া আবশ্যক।

(১৯) নামাযে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দৌড়ে যাওয়া উচিত নয়।

(২০) যদি কোন ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তের নামায না পড়ে থাকেন এবং দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামায শুরু হয়ে যায় এমতাবস্থায় তাকে প্রথম ওয়াক্তের নামায পড়তে হবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামাযের সময় এতটাই সংকীর্ণ হয় যে, প্রথম ওয়াক্তের নামায পড়লে দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামাযের সময় অতিক্রান্ত হবে, এমতাবস্থায় পরবর্তী নামায প্রথমে পড়তে হবে এবং তার জিম্মাতে থাকা পূর্ববর্তী নামায পরে পড়তে হবে।

(২১) যদি কোন সময় ইমাম দুই নামায জমা করেন কিন্তু কোন্ নামায চলছে বুঝতে না পেরে নামাযি যদি নামাযে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে ইমামের নামাযই তার নামায বলে পরিগণিত হবে এবং পূর্ববর্তী নামায পরে পড়ে নেবেন। উদাহরণ স্বরূপ, ইমাম আসরের নামায পড়ছেন, নামাযি যদি যোহরের নামায মনে করে অংশগ্রহণ করেন তাহলে তার আসরের নামায হয়ে যাবে। অতঃপর যোহরের কাজা পড়ে নেবেন। কিন্তু নামাযি যদি জানতে পারেন ইমাম আসরের নামায পড়ছেন তাহলে তাকে অবশ্যই প্রথমে যোহরের নামায পড়তে হবে। অতঃপর আসরের নামাযে অংশ গ্রহণ করবেন।

(২২) সুন্নত পড়াকালীন অবস্থাতে যদি নামায শুরু হয়ে যায় তাহলে মুক্তাদি শীঘ্র সালাম ফিরে বাজামাত নামাযে অংশগ্রহণ করবেন। সুন্নত পরে পড়ে নেবেন।

(২৩) ইমাম যদি চার রাকা'আত নামায পড়ান এবং তিনি মধ্যবর্তী তাশাহ্হুদ ভুলে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ানোর প্রস্তুতি করেন এবং হাঁটু সোজা হওয়ার পূর্বে যদি তিনি তাশাহ্হুদে বসে যান তাহলে সিজদা সাহুর প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিনি যদি তৃতীয় রাকা'আতের জন্য সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যান তাহলে তিনি তাশাহ্হুদে বসবেন না বরং তৃতীয় রাকা'আত পড়বেন ও সর্বশেষে সিজদাহ সাহু করবেন। যে ব্যক্তি দুই রাকা'আত নামায পড়ছিলেন ভুল করে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন এবং নামায সম্পূর্ণ করার পর তাঁর মনে পড়ে যায় তাহলে সেই অবস্থায় তিনি বসে পড়বেন তাশাহ্হুদ পড়বেন ও নামায সম্পূর্ণ করবেন। কিন্তু তৃতীয় রাকা'আতের রুকু করার পর যদি মনে পড়ে তাহলে সেই মুহূর্তে তাশাহ্হুদের জন্য বসে পড়বেন এবং সালামের পূর্বে সিজদাহ সাহু করবেন।

(২৪) রুকু ও সিজদারত অবস্থায় কুরআন করীমের আয়াত পাঠ করা নিষেধ।

(২৫) যুগ ইমামের অস্বীকারকারী ইমামের পিছনে নামায পড়া নিষেধ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "খোদাতা'লা আমাকে অবগত করিয়েছেন, কোন অবিশ্বাসী, মিথ্যুক এবং অস্বীকারকারীর পিছনে নামায পড়া তোমাদের জন্য হারাম এবং নিশ্চিতরূপে হারাম। বরং তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে ইমাম হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

(রুহানি খাযায়েন, খণ্ড ১৭, পৃ. ৪১৭)

(২৬) নামাযের ইমাম সেই ব্যক্তির হওয়া উচিত যাঁর কুরআন বেশী মুখস্থ আছে। যদি এরূপ সমমানের ব্যক্তি একাধিক হয়ে থাকেন তাহলে সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি ইমাম নিযুক্ত হবেন যিনি বেশী জ্ঞানী এবং ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ। যদি এরূপ ব্যক্তিও একাধিক হয়ে থাকেন তাহলে যিনি বয়সে বড় তিনি ইমাম নিযুক্ত হবেন। যদি এমন কোন মসজিদে

যান যেখানে পূর্ব হতেই ইমাম নিযুক্ত আছেন এবং তাহলে তিনিই (নিযুক্ত ইমাম) উক্ত মসজিদের ইমাম হবেন। নিযুক্ত ইমাম যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে ইমামতির অনুমতি দেন তাহলে অন্য কথা। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তির গৃহে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাওয়া হয় তাহলে গৃহমালিক ইমাম হবেন। ব্যতিক্রম, তিনি যদি অন্য কাউকে ইমামতির অনুমতি দেন। কুরআন করিম মুখস্থানুসারে নাবালকও ইমাম হতে পারে।

(২৭) ইমাম ও মুক্তাদি একই সমতল বিশিষ্ট জায়গাতে হওয়া প্রয়োজন। জায়গা না থাকার কারণে মুক্তাদি ইমাম হতে উঁচু ও নীচু জায়গায় দাঁড়াতে পারেন। তবে শর্ত হল, কিছু মুক্তাদি ইমামের সমতল বরাবর থাকবে।

(২৮) পুরুষ মহিলাদের ইমাম হবেন। এমনকি সকল মুক্তাদি মহিলা হোন অথবা পুরুষ-মহিলা মিশ্রিত হোন। কোন মহিলা পুরুষের ইমাম হতে পারবে না, বরং মহিলাদের ইমাম হতে পারবে। যদি পুরুষ ইমাম হয় এবং মুক্তাদি কেবল মাত্র একজন মহিলা হন তাহলে তিনি একা পিছনে দাঁড়াবেন। যদি মুক্তাদি ইমামের স্ত্রী অথবা নিকট আত্মীয় হন যেমন- বোন, মেয়ে ইত্যাদি তাহলে তাঁরা পুরুষ ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারেন।

(২৯) ইমাম যদি মুসাফির হন তাহলে তিনি দুই রাকাত নামায পড়বেন এবং স্থানীয় মুক্তাদি ইমামের সালাম ফেরানোর পর অবশিষ্ট নামায সম্পূর্ণ করবে।

(৩০) ইমাম যদি দাঁড়াতে অসমর্থ হন তাহলে বসে নামায পড়বেন। কিন্তু মুক্তাদি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন।

(৩১) ইমামের নামায পড়ানো অবস্থায় যদি ওযু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি মুক্তাদির মধ্য হতে একজনকে ইমাম বানিয়ে নিজে পৃথক হয়ে যাবেন।

(৩২) কোন মুক্তাদি ইমাম হতে পূর্বে নামায পড়তে পারেন না।

(৩৩) নামাযের মধ্যে নির্ধারিত দোয়া ব্যাতিরেকে নিজ ভাষায় দোয়া করা উচিত। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ-

" নামাযের মধ্যে স্বীয় ভাষায় দোয়া করা উচিত। কেননা, স্বীয় ভাষায় দোয়া চাওয়াতে পরিপূর্ণভাবে আবেগের সৃষ্টি হয়.... নামাযের ভিতর সকল অবস্থাতে দোয়া করা যেতে পারে রুকুতে তসবীহ'র পর, সিজদাহ'র তসবীহ'র পর, আত্তাহিয়াতুর পর, রুকুর পর দাঁড়িয়ে বহু দোয়া করুন। যাতে বিত্তশালী হয়ে যাও।"

(মালফুযাত, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৫)

(৩৪) যদি জেনে বুঝে এক ওয়াক্তের নামায পরিত্যাগ করা হয় তাহলে এটি কুফর অবস্থাতে পৌঁছে দেয়। এজন্য প্রচুর তওবা ও ইস্তেগফার করা প্রয়োজন। ভুলবশতঃ যদি কোন নামায বাকি থেকে যায় তাহলে কাজা আদায় করুন। সেই সঙ্গে ইস্তেগফার ও তওবা আবশ্যক।

নামাযে পঠিত একটি দোয়া

হযরত আবুবকর (রাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, নামাযে কী দোয়া করবো? তিনি (সাঃ) বললেন, এই দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ۔

হে আল্লাহ্! আমি আমার আত্মার ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। আর তুমি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং তুমি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি করুণা কর। নিশ্চয় তুমি পরম ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

খুতবা নিকাহ্

(নিকাহ্‌র খুতবা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط

সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করি। তাঁর প্রতি ঈমান আনি। তাঁর ওপরই ভরসা রাখি। আমরা আমাদের নফস্ বা প্রবৃত্তির প্ররোচনা হতে এবং নিজেদের খারাপ কাজ হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ যাকে সৎপথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাকে কেউ হেদায়াত প্রদান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর দাস ও রসূল।

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

এরপর আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্‌র কাছে। আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

“হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদের একই আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় হতে বহু নর ও

وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর। এরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী"। (সূরা নিসা, 4:2)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

(২) "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বলো। (ফলে) আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মকে সংশোধিত করবেন এবং যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে চলবে সে নিশ্চয় মহা সাফল্য অর্জন করবে।"। (সূরা আহযাব, 33:71-72)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

(৩) "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেককেই চিন্তা করে দেখা উচিত, আগামী কালের জন্য সে আগে কী পাঠিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যে কর্মই করো সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন"। (সূরা হাশর, 59:19)

সুন্নত অনুযায়ী খুতবা দেওয়ার পর অবস্থানুযায়ী নসীহত করে পাত্রীপক্ষ ও পাত্রপক্ষের সম্মতি নিতে হয়। এরপর ইজতেমায়ী দোয়া হয়। সর্তকতার সাথে নিকাহ্ ফর্ম পূরণ করা উচিত। বিশেষ করে পাত্র পাত্রী এবং উভয় পক্ষের সাক্ষীগণের স্বাক্ষর এছাড়া মোহ্রানার বিষয়ে পাত্র-পাত্রীর সম্মতি আছে কিনা সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা উচিত।

অমৃত বাণী

* وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ নামায হল, আল্লাহ্র স্মরণের মাধ্যম। (সূরা তা-হা, 20:15)

* اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا নামায মু'মিনের জন্য নির্ধারিত সময়ে আদায় করা ফরয। (সূরা নিসা, 4:104)

* اَلدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোয়া হল নামাযের মজ্জা। (হাদিস)

* اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ নামায মু'মিনের জন্য মি'রাজ। (হাদিস)

* বা'জামাত নামায আদায় করলে ২৭ গুণ বেশি পুণ্য হয়। (হাদিস)

* দোয়া বাস্তবে তদ্বীর অন্বেষণেরই নামান্তর।

* নামাযে স্বাদ না পাবার চিকিৎসা হল দোয়া। এর দ্বারাই পরিণামে স্বাদ পাওয়া যাবে। (বারাকাতুদ্ দোয়া)

* নামাযে নিজের দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য দোয়া কর। (মালফুযাত)

* যে ব্যক্তি খোদার নিকট নামাযে ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকে সেই ব্যক্তি শান্তির মধ্যে অবস্থান করে। (মালফুযাত)

* নামায পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে পৃথিবী হতে সৃষ্টি হয় নি। (মালফুযাত)

* পূর্ণাঙ্গীন রূপে ইবাদাত শেখানোর শিক্ষক হলো নামায এবং উত্তম পন্থাও নামায। (মালফুযাত)

* নামাযে এমনভাবে মগ্ন হও যেন তোমার দেহ, তোমার ভাষা এমনকি তোমার আত্মার কামনা-বাসনা সবই নামায হয়ে যায়। (মালফুযাত)

* আমার নিকট সবচেয়ে উত্তম ওযীফা (জপ) হলো নামায। (মালফুযাত)

* যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে বাস্তবে সে ঈমানকেই পরিত্যাগ করে। (মালফুযাত)

* নামায হলো মজ্জা আর এর প্রাণ হলো এমন আবেগ-আপ্লুত দোয়া যার মধ্যে স্বাদ ও প্রশান্তি বিদ্যমান। (মালফুযাত)

* নামায শুধু তন্ত্রমন্ত্র মনে করে পড়ো না বরং এর অর্থ ও বাস্তবতা হতে সূক্ষ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করো। (মালফুযাত)

ইস্তিখারার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ

وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ

مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ

وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ

عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ

تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ

وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدِرْهُ

لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ

হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার জ্ঞান থেকে মঙ্গল কামনা করছি এবং তোমার শক্তি ও মহিমা থেকে শক্তি ও মহিমা কামনা করছি। আর তোমার মহা আশিস থেকে আশিস কামনা করছি। কেননা, তুমি শক্তিশালী আর আমি শক্তিশালী নই এবং তুমি সর্বজ্ঞ আর আমার মোটেই জ্ঞান নেই এবং তুমি অদৃশ্যের সব কিছুই অবহিত। হে আল্লাহ্! তুমি যদি জেনে থাকো, এ কাজ (এস্থলে ইপ্সিত কাজের কথা উল্লেখ করতে হবে) আমার জন্যে, আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে আর আমার পরিণামের জন্যে কল্যাণজনক হয় তাহলে তুমি একে আমার জন্যে নির্ধারিত করে দাও এবং আমার জন্যে সহজসাধ্য করে দাও। অতঃপর তুমি এর মধ্যে কল্যাণ দান কর। তুমি যদি

كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِيْ بِهٖ۔

জেনে থাকো, এ কাজ আমার জন্য, আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য এবং আমার শেষ পরিণতির জন্য অকল্যাণজনক তাহলে একে আমার কাছ থেকে দূরে রাখ। আর আমাকে এর থেকে দূরে এবং যেখানে আমার জন্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে তা নির্ধারিত করে দাও। এরপর এতেই আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও। (বুখারী কিতাবুদ্ দাওয়াত বাবু ইন্দাল ইস্তিখারা)

বিপদাপদ দূর হওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَآءِ وَدَرْكِ الشَّقَآءِ وَسُوْءِ الْقَضَآءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ۔

হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুর্যোগের কষ্ট থেকে, দুর্ভাগ্যের কবল থেকে, মন্দ সিদ্ধান্ত থেকে এবং শত্রুর বিদ্রূপাত্মক হাসি-তামাশা থেকে।

পুণ্য কর্ম গৃহিত হওয়ার জন্যে দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট থেকে এ গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
(সূরা বাকারা, 02:128)

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে দোয়া

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা তা-হা, 20:115)

ঐশী কল্যাণ লাভে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও এর সৌভাগ্য অর্জনের দোয়া

رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ
لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ۚ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَاِنِّیْ
مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৌভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার সেই কল্যানের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছ। আর আমি যেন এমন পুণ্যকর্ম করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আর আমার জন্যে আমার বংশধরগণকে সংশোধন কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে বিনত হয়েছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আহকাফ, 46:16)

খোদাতালার পবিত্রতা বর্ণনা ও স্বীয় পাপের স্বীকারোক্তি

لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ
كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি (নিজের প্রাণের উপর) যুলুমকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (সূরা আম্বিয়া, 21:88)

পিতা-মাতার জন্যে দোয়া

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیْ
صَغِیْرًا

হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে করুণা কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, 17:25)

আশিস প্রাপ্তির দোয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ
لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রাণের ওপর অন্যায় করেছি। আর তুমি আমাদেরকে যদি ক্ষমা না কর ও আমাদের ওপর করুণা না কর তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ, 07:24)

সত্য গ্রহণের স্বীকারোক্তি ও উত্তম পরিণতির দোয়া

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ
لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ
رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا
سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলে) আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আন।' অতএব আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তাই আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টগুলোকে আমাদের কাছ থেকে দূরীভূত কর। আর পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের মৃত্যু দাও।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা তুমি আমাদের দান কর। আর কেয়ামতের দিন তুমি আমাদের লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। (সূরা আলে ইমরান, 03:194,195)

আযাব হতে রক্ষাপ্রাপ্তি এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের জন্যে দোয়া

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ
اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ
عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟
وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟
اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি করি। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার ন্যস্ত করো না যেভাবে তুমি আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর ন্যস্ত করেছিলে। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আামদের উপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের মার্জনা কর, তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর। কারণ তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব অবিশ্বাসী লোকদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য কর। (সূরা বাকারা, 02:287)

সঠিক পথ লাভের পর পথভ্রষ্ট না হওয়ার জন্যে দোয়া

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের সঠিক পথ দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না। আর তোমার নিকট থেকে আমাদের প্রভূত কল্যাণ দান কর। নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা। (সূরা আলে ইমরান, 03:09)

অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সাহায্য ও দৃঢ়তা লাভের দোয়া

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর ধৈর্য বর্ষণ কর এবং আমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং কাফির (অবিশ্বাসী) লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহয্য কর। (সূরা বাকারা, 02:251)

দোয়া গৃহীত হওয়া ও পূর্ণাঙ্গীণ ইবাদাত করতে পারার জন্য দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট থেকে (এ সেবা) গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার জন্যে আত্মসমর্পণকারী কর। আর আমাদের বংশধরগণ থেকেও তোমার এক আত্মসমর্পণকারী উম্মত (ও জাতি) সৃষ্টি কর এবং তুমি আমাদের ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি আমাদের দেখাও এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর। কারণ তুমিই পুণঃ পুণঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, বার বার কৃপাকারী।

(সূরা বাকারা, 02:128,129)

তবলীগে সফলতার জন্যে দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ
وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۙ وَاحْلُلْ
عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۙ يَفْقَهُوْا
قَوْلِيْ ۖ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا
مِّنْ اَهْلِيْ ۙ هٰرُوْنَ اَخِيْ ۙ
اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ۙ وَاَشْرِكْهُ
فِيْٓ اَمْرِيْ ۙ كَيْ نُسَبِّحَكَ
كَثِيْرًا ۙ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ؕ
اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ○

হে আমার প্রভু ! আমার জন্যে আমার অন্তরকে প্রশান্ত করে দাও। আর আমার দায়িত্বকে আমার জন্যে সহজ করে দাও। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও যেন তারা আমার কথা সহজে বুঝতে পারে। আর আমার পরিবারবর্গ থেকে আমার জন্য একজন সহযোগী নিযুক্ত কর অর্থাৎ আমার ভাই হারূনকে। তার মাধ্যমে শক্তি সুদৃঢ় কর। আর তাকে আমার কাজে অংশীদার কর যাতে আমরা তোমার বেশি বেশি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি এবং তোমাকে আমরা বেশি বেশি স্মরণ করি। নিশ্চয় তুমি আমাদের ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছ। (সূরা তাহা, 20:26-36)

শুশ্রূষার জন্য দোয়া

بِسْمِ اللهِ الْكَافِيْ ۔ بِسْمِ اللهِ
الشَّافِيْ ۔ بِسْمِ اللهِ الْغَفُوْرِ الرَّحِيْمِ ۔
بِسْمِ اللهِ الْبَرِّ الْكَرِيْمِ ۔ يَا حَفِيْظُ
يَا عَزِيْزُ يَا رَفِيْقُ يَا وَلِيُّ اِشْفِنِيْ ۔

আল্লাহ্‌র নামে, যিনি যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি আরোগ্য দাতা। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি মহানুভব আর মহানদাতা। হে রক্ষাকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে অবিভাবক! তুমি আমাকে আরোগ্য দান কর।

ধৈর্য ও উত্তম পরিণাম লাভের দোয়া

رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দান কর। (সূরা আ'রাফ, 06:127)

জীবন সঙ্গী ও সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡيُنٍ وَّاجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِيۡنَ اِمَامًا

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আমাদের চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর। আর আমাদেরকে মুত্তাকীগণের (অর্থাৎ খোদা-ভীরুগণের) ইমাম (ও নেতা) বানাও। (সূরা ফুরকান, 25:75)

সাফল্য অর্জনের জন্য দোয়া

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً وَّهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ اَمۡرِنَا رَشَدًا

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার স্বীয় পক্ষ হতে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য সঠিক পথের ব্যবস্থা করে দাও। (সূরা কাহ্‌ফ, 18:11)

পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার দোয়া

(১) "সর্বোত্তম দোয়া হল, খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন ও পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার দোয়া। কেননা, পাপের কারণে হৃদয় কঠোর হয়ে যায় এবং মানুষ মাটির কীটে পরিণত হয়। আমাদের এ ভাবে দোয়া করা উচিত, হে খোদা! আমাদের হৃদয়কে কঠোর করে দেয় এমন পাপ দূর করে দাও এবং তোমার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত কর"। (মলফূযাত, ৭'ম খন্ড, পৃঃ ৩৯)

(২) "হে ইলাহী! আমি তোমার পাপী বান্দা আর আমি অধঃপতিত। আমাকে পথ দেখাও"। (মলফূযাত, ৭'ম খন্ড, পৃঃ ২২৬)

(৩) "আমরা তোমার পাপী বান্দা আর কুপ্রবৃত্তির অধীনে আছি। তুমি আমাদের ক্ষমা করো এবং পরকালের বিপদাবলী হতে রক্ষা করো"। (বদর পত্রিকা, ২'য় খন্ড, সংখ্যা ৩০)

(৪) "আমি পাপী ও দুর্বল, তোমার সাহায্য ও অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই হতে পারে না। তাই তুমি কৃপা কর। আমাকে পাপ হতে পবিত্র কর। কেননা, তোমার অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া কেউ নেই যে আমাকে পবিত্র করে"। (বদর, ৩'য় খন্ড, সংখ্যা ৪১)

তসবীহ্ (পবিত্রতা ঘোষণা), তাহ্মীদ (প্রশংসাকীর্তন) ও দরূদ শরীফ (হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর জন্য দোয়া পাঠ)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ۔

আল্লাহ্ নিজ প্রশংসাসহ পবিত্র। মহান আল্লাহ্ পবিত্র। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশের ওপর আশিস বর্ষণ কর।

খাবার শুরু করার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ۔

আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র কল্যাণের সাথে (খাবার খাচ্ছি)।

খাবার শেষের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

সব প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাদের খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন।

দাওয়াত খাওয়ার শেষে দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ

হে আল্লাহ্! তুমি তাদের যে রিযক (জীবনোপকরণ) দিয়েছ এতে কল্যাণ দান কর।

ঘরে প্রবেশ করার সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا۔

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ঘরে প্রবেশ এবং নির্গমনকালীন সময়ের কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ্র নামে প্রবেশ করছি। আর আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্র ওপরই ভরসা করেছি।

ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَیَّ۔

আল্লাহ্র নাম নিয়ে (বের হচ্ছি)। আল্লাহ্র ওপর ভরসা করছি। আর আল্লাহ্ ছাড়া (পাপ হতে রক্ষা পাওয়ার ও পুণ্য করার) শক্তি ও সামর্থ্য দেবার কেউ নেই। হে আল্লাহ্! তোমার আশ্রয় চাচ্ছি যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই বা আমাকে পথভ্রষ্ট করা না হয় এবং আমি যেন অত্যাচার না করি এবং আমার উপর যেন অত্যাচার করা না হয়। আর আমি যেন বোকামী না করি বা আমাকে বোকা বানানো না হয়।

নতুন চাঁদ দেখে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ

হে আল্লাহ্! এই চাঁদকে আমাদের জন্যে নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের চাঁদরূপে উদিত কর।

ভ্রমণে যাওয়ার দোয়া

গাড়িতে চেপে প্রথমে তিনবার 'আল্লাহু আকবর' বলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করুন-

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِیْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَ التَّقْوٰی وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰی۔ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا فِیْ سَفَرِنَا هٰذَا وَاَطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ

পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। একে আয়ত্ত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আর আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবো। হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয় আমরা এ ভ্রমণে তোমার নিকট পুণ্য, খোদা-ভীতি এবং তোমার পছন্দসই পুণ্যকর্ম কামনা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্যে সহজ করে দাও এ ভ্রমণ এবং এর দূরত্ব আমাদের জন্যে কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ্! এ ভ্রমণে তুমিই সঙ্গী এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের মাঝে আমাদের স্থলাভিষিক্ত।

লায়লাতুল কদর রাতের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ۔

হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি মার্জনার মূর্ত প্রতীক। তুমি মার্জনাকে ভালবাস। অতএব তুমি আমাকে মার্জনা করো।

বৃষ্টির জন্য দোয়া

(الف) اَللّٰهُمَّ سُقْیَانًا نَافِعًا۔
(ب) اَللّٰهُمَّ صَیِّبًا نَافِعًا۔
(ت) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ سَبَبَ رَحْمَةٍ وَلَا تَجْعَلْهُ سَبَبَ عَذَابٍ۔

(১) হে আল্লাহ্! কল্যাণজনক বৃষ্টি বর্ষণ কর। (২) হে আল্লাহ্! কল্যাণজনক প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ কর। (৩) হে আল্লাহ্! একে কল্যাণের উপকরণ করে দাও এবং একে শাস্তির উপকরণ করো না।

অতি বৃষ্টি না হওয়ার জন্যে দোয়া

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ
عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْجِبَالِ
وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرَةِ۔

হে আল্লাহ্! আমাদের আশে-পাশে বর্ষণ কর কিন্তু আমাদের ওপর বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ্! টিলার ওপর, উঁচু স্থানে, পাহাড়ের ওপর, উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে, গাছ-গাছড়া উদ্‌গত হবে এমন স্থানে বর্ষণ কর।

সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনা

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔
خَلَقْتَنِيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ
بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ
فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভু। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার দাস। আর আমি তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর আমার সাধ্যানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমার প্রতি যেসব কল্যাণ অবতীর্ণ করেছ তা স্বীকার করছি। আর আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। অতএব তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।

সিজদা তিলাওয়াতের দোয়া

কুরআন শরীফের যে আয়াতটিতে সিজদা আসে তিলাওয়াতের সময় সেখানে সিজদা করা উচিত। যার জন্য ওযু করা প্রয়োজনীয় নয়। সিজদাতে নির্দিষ্ট তসবিহাত ছাড়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়া হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

(১) سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ

(১) সেই মহান সত্তার উদ্দেশ্যে আমার মুখমণ্ডল সিজদাবনত হল, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের প্রবল ক্ষমতায় তার মাঝে শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি দান করেছেন। (তিরমিযি)

(২) اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوٗدَ

(২) হে আল্লাহ! এই সিজদা করার কারণে আমার জন্য তুমি একটা পুণ্য লিখে নাও। আমার উপর অর্পিত বোঝা নামিয়ে দাও। তোমার নিকট হতে আমার জন্য (সওয়াবের) ভান্ডার দান কর। আমার এই সিজদাকে গ্রহণ কর যেভাবে তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আ.) এর (সিজদা) গ্রহণ করেছিলে।

হাঁচি দেওয়ার সময় দোয়া

আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় সে যেন **"আলহামদু লিল্লাহ"** (সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র) বলে। আর যে শোনে সে যেন **"ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌"** (আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি করুণা করুন) বলে। এ দোয়া শোনার পর হাঁচিদাতা **"ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহ্‌ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম"** (আল্লাহ্‌ তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন ও তোমার অবস্থা শুধরে দিন) বলে।

সুন্নত অনুযায়ী সালাম

একবার এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাঃ)- এর দরবারে এলেন ও বললেন, " আস্‌সালামু আলাইকুম" (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) হুযূর (সাঃ) "ওয়াআলায়কুমুস্‌ সালাম" (তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন। এরপর বললেন, এ ব্যক্তি দশটি পুণ্য পাবে। আরেকজন এলেন ও বললেন "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্‌" (আপনার ওপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র

রহমত বর্ষিত হোক)। হুযুর (সাঃ) উত্তর দেওয়ার পর বললেন, এ ব্যক্তি বিশটি পুণ্য পাবে। তৃতীয় আরেকজন এলেন এবং বললেন "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্" (আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক)। হুযুর (সাঃ) উত্তর দেওয়ার পর বললেন, এ ব্যক্তি ত্রিশটি পুণ্য পাবে।

বোঝা গেল নিজ ভাইয়ের জন্য যত অধিক ভালবাসা ও নিষ্ঠার সাথে দোয়া করা যায় তত বেশি পুণ্য লাভ হয়।

দোয়ার মাহত্ম্য

(হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশাবলী)

* "দোয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা শক্তি রেখেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে বার বার ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন, যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমেই হবে। আমাদের অস্ত্র বলতে তো এই দোয়া। এ ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র আমার নিকট নেই। আমি গোপনে যা কিছু যাচনা করি খোদা তা প্রকাশ করে দেখিয়ে দেন।"

* "অধিকাংশ লোক দোয়ার দর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞ। তারা জানে না দোয়া গৃহিত হবার জন্যে কত সাধনা ও অধ্যাবশায় প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে দোয়া করা এক ধরনের মৃত্যুকে বরণ করার নামান্তর।"

* "নামাযের মাঝে মাতৃভাষায় দোয়া করা উচিত। কেননা, নিজের ভাষায় দোয়া করলে পূর্ণ আবেগের সৃষ্টি হয়। নামাযের প্রতিটি অংশে অর্থাৎ রুকু, সিজদা ও তসবীহ্-এর পর বেশি বেশি দোয়া কর।"

* "দোয়া একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যদ্বারা পাপের বিষ দূর হয়।"

* "নামাযে নিজ মাতৃভাষায় দোয়া কর। স্বাভাবিকভাবে মাতৃভাষায় দোয়া করলে যে আবেগ সৃষ্টি হয় অন্য ভাষায় দোয়া করলে তা সৃষ্টি হয় না।"

(মালফুযাত, ৪'র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯)

* সর্বদা দোয়া অব্যাহত রাখ। নামাযের মাঝে রুকু ও সিজদাতে যেখানে দোয়া করার সুযোগ পাবে সেখানে দোয়া করবে। গাফিলতির নামায পরিত্যাগ কর। লৌকিকতা ভিত্তিক নামায কোন ফলপ্রসু হয় না।

(মালফুযাত, ৩'য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬)

* দোয়া করার সময় নিজ পাপসমূহকে দৃষ্টিপটে রাখা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতঃপর আল্লাহ্ রক্ষা করলে সে রক্ষা পেতে পারে। আল্লাহ্তা'লা বলেন, আমার নিকট দোয়া চাও আমি দান করব।"

(মালফুযাত, ৩'য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৩)

* সর্বোত্তম দোয়া হল, খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং পাপ হতে পরিত্রাণ পাওয়া। কেননা, পাপের কারণে হৃদয় কঠোর হয়ে যায় এবং মানুষ মাটির কীটে পরিণত হয়। আমাদের দোয়া এমন হওয়া দরকার যে, হে আল্লাহ্! হৃদয়কে কঠিনে পরিণতকারী পাপ হতে আমাদের দূরে রাখ এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের পথ পদর্শন কর। (মালফুযাত, ৪'র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০)

* খোদাতা'লা আমার দোয়ার মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় আবেগ প্রদান করেছেন। (মালফুযাত, ৩'য় খণ্ড, পৃ. ১২৭)

* হযরত ইয়াকুব (আ.) ..... চল্লিশ বছর যাবৎ....দোয়ায় রত ছিলেন... অবশেষে চল্লিশ বছর পর সেই দোয়া হযরত ইউসুফ (আ.) কে তাঁর কাছে ফিরিয়ে এনেছিল। (মালফুযাত, ২'য় খণ্ড, পৃ. ১৫২)

* দোওয়া কেবল মৌখিক বিষয় নয়, বরং দোয়া এক প্রকার মৃত্যুকে যাচনা করে। আর সেই মৃত্যু ব্যতিরেকে দোয়ার উচ্চাঙ্গীন মার্গে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। (মালফুযাত, ৫'ম খণ্ড, পৃ. ১০৭)

* যতক্ষণ দোয়ার মধ্যে সঠিক অর্থে ভাববিহ্বলতা ও পরিপূর্ণ আবেগ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ তা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিস্ফল কর্ম মাত্র।

(মালফুযাত,৫'ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫)

সূরা আল্ আস্‌র

এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। আল্লাহ্‌র নামে অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

وَالْعَصْرِ ۙ

২। কসম মহাকালের।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ

৩। নিশ্চয় ইনসান বড় ক্ষতির মধ্যে আছে।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○

৪। তারা ব্যতিরেকে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে এবং তারা একে অপরকে সত্যের (উপর দৃঢ় থাকার ও এক প্রচার করার) তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-আপদে) একে অপরকে ধৈর্যেরও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে।

সূরা আল্ ‘ফীল

এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। আল্লাহ্‌র নামে অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۭ

২। তুমি কি দেখ নি তোমার প্রতিপালক হাতির অধিপতিদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۙ

৩। তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পরিণত করে দেন নি?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ

৪। এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করেছিলেন।

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ

৫। যারা (তাদের মৃত দেহগুলিকে ভক্ষণ করছিল) কঙ্করজাত শক্ত পাথরের উপরে আঘাত করে করে।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○

৬। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত খড়-কুটা সদৃশ করে দিলেন।

সূরা আল্ কাওসার

এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। আল্লাহ্র নামে অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۭ

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করেছি।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۭ

৩। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ○

৪। নিশ্চয় তোমার যে শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকবে।

সূরা আল্ ফালাক্ব

এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। আল্লাহ্র নামে অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ

২। তুমি বল, আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই,

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ

৩। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ

৪। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট হতে, যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে,

৫। এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকার কারিণীদের অনিষ্ট হতে,	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ
৬। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।'	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○

সূরা আল্ নাস

এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্র নামে অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
২। তুমি বল, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট,	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ
৩। যিনি মানুষের অধিপতি,	مَلِكِ النَّاسِ ۙ
৪। মানুষের মা'বুদ,	اِلٰهِ النَّاسِ ۙ
৫। গোপনে কুমন্ত্রণাদানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর অনিষ্ট হতে,	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ
৬। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়,	الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ
৭। সে জিন্নের মধ্য হতে হোক বা মানুষের মধ্য হতে ।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

কলেমা তইয়্যেবা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল।

কলেমা শাহাদত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং তাঁর কোন শরিক নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর একজন বান্দা ও রসূল।

কলেমা তমজিদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার জন্য এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। গুনাহ্ থেকে মুক্তি এবং পুণ্যার্জনের শক্তি আল্লাহ্‌তা'লা প্রদান করেন যিনি মহা মর্যাদাবান।

কলেমা তৌহিদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ اَبَدًا۔ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ۔ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ۔

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরিক নেই। তাঁরই বাদশাহাত এবং শকল প্রশংসা তাঁরই যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন এবং তিনি চিরঞ্জীব এবং তাঁর উপর কখনো মৃত্যু আসে না। তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত এবং মান-সম্মানের অধিকারী। সর্বপ্রকার কল্যাণ তাঁর হস্তে এবং তিনি সর্বপ্রকার শক্তি ও মহিমার অধিকারী।

কলেমা ইস্তেগফার

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ
اَذْنَبْتُهٗ عَمَدًا اَوْ خَطَأً سِرًّا اَوْ
عَلَانِيَةً وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ
الَّذِيْٓ اَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِيْ
لَآ اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ
وَسَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوْبِ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيْمِ۔

আমি আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করি সকল পাপ থেকে, যা আমি সংঘটিত করেছি আমার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, গোপনে বা প্রকাশ্যে এবং আমি আমার পালন-কর্তার আশ্রয় চাই সেই পাপ থেকে, যে পাপ সম্পর্কে আমি জ্ঞাত এবং যে পাপ সম্পর্কে আমি অজ্ঞাত। হে আল্লাহ্! একমাত্র তুমিই অদৃষ্টের সংবাদ সম্পর্কে সম্যক অবগত। পাপসমূহ গোপন রাখা তোমারই ক্ষমতাভুক্ত এবং একমাত্র তুমিই পাপসমূহ ক্ষমা করতে সক্ষম। পাপ হতে রক্ষা ও পুণ্যার্জনের ক্ষমতা মহা সম্মানিত আল্লাহ্ ব্যতিত কেহই সাহায্য করতে সক্ষম নয়।